আলমডাঙ্গায় বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেল ফেরদৌসি

আলমডাঙ্গায় আবারও বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এক কিশোরী।

গতকাল বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেন। এ সময় ১ হাজার টাকা জরিমানাও করে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নানবার গ্রামের মৃত কোরবান আলীর ১৫ বছরের মেয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী ফুলবগাদি গ্রামের মৃত খলিল মন্ডলের ছেলে সহিদুলের বিয়ের দিন ধার্য হয়। ছেলে পক্ষ যথারীতি বরযাত্রী নিয়ে মেয়ে পক্ষের বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ুন কবীর বিয়ে বাড়িতে পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হন। মেয়ের অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকা করণে দুলাভাই কামরুল ইসলামকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবীর।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে মেয়ে পক্ষ ও ছেলে পক্ষ উভয়ই বর-কনের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা আর বিয়ে দিবেন না বলে অঙ্গীকার করে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এসআই আমিনুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থকে ঘর দিলেন পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়া হাটশহরিপুর ইউনিয়নের শালদাহ গ্রামের বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর কেড়ে নিয়েছিল গত ২০শে মে আম্ফান ঝড়ে। তারপর থেকে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে এমন খবর ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল হলে নজরে আসে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের। তাৎক্ষনিক অসহায় নিঃসন্তান বিধবার বাড়ীতে গিয়ে ত্রাণ বাবদ নগদ এক লক্ষ টাকা প্রদান করে।

আজ (বুধবার) সকাল ১০ টার সময় বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর আম্ফান ঝড়ে কেড়ে নেওয়ায় নতুন করে গড়ে দিলেন পুলিশ সুপার জনাব এস.এম তানভীর আরাফাত। নির্মাণকৃত ঘরটি ফিতা কেটে উদ্বোধন শেষে নিঃসন্তান আমিরুল নেছার হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন তিনি। পরে করোনা থেকে দূরকরণে আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করে।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ জনাব মোঃ আজাদ রহমান সদর ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আতিকুল ইসলাম, হাটশ হরিপুরের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পুলিশ সুপার জনাব এস.এম তানভীর আরাফাত বলেন পুলিশ জনগনের বন্ধু। আমরা বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর নতুন করে গড়ে দিয়েছি।

গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান-এক ব্যাক্তির জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে করোনা প্রতিরোধে মানুষের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়। সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাস্ক ব্যবহার না করায় গাংনীর জালাল উদ্দিনের ছেলে নয়নকে ২’শ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা আদায় করেন। পরে তিনি অর্ধশতাধিক ব্যক্তির মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেন এবং মানুষকে সচেতন করেন। এ সময় গাংনী থানা পুলিশের এস আই মাহাতাব ও সঙ্গীয় ফোর্স ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন।

গাংনীর ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ লাখ টাকা কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশ লাখ টাকা তিন কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে এ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সাবেক ধানখোলা ইউনিয়ন

পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেহেরপুর – ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি শ্রেনী কক্ষ ও একটি কমন রুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট টিনশেডের ঘর তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাস্টার, রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এখলাসুর রহমান বাবু, ইউপি সদস্য বশির আহমেদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাকবোঝাই কাবিখার চাল জব্দ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া এলাকা থেকে সরকারি কবিখার এক ট্রাক চাল আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জীবননগরের আন্দুলবাড়িয়া এলাকার পিয়াস তেল পাম্পের সামনে থেকে অনুমানিক ২২ টন চালসহ ট্রাকটি আটক করা হয়।

চালবোঝাই ট্রাকটি রাতেই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে নেয়া হয়েছে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মামুন অর রশিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারে জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া এলাকা দিয়ে সরকারি খাদ্য অধিদফতরের এক ট্রাক চাল পাচার হচ্ছে। এ খবরের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তেল পাম্পের সামনে থেমে থাকা একটি ট্রাক আটক করে। তবে সেখানে ট্রাকের চালক ও সহকারী ছিল না। ট্রাকে রাখা ছিল কাবিখার চাল। সরকারি চাল হওয়ায় ট্রাকসহ চাল আটক করা হয়।

তিনি আরও বলেন, রাতেই চাল বোঝাই ট্রাকটি পুলিশ লাইনে আনা হয়। চালের বস্তার গায়ে খাদ্য অধিদফতর লেখা রয়েছে। চাল কীভাবে এখানে এলো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ট্রাকে ঠিক কত বস্তা চাল রয়েছে তা জানা না গেলেও সংশ্লিষ্টরা জানান, ট্রাকসহ চালের ওজন প্রায় ২৯ টন। যা থেকে ট্রাকের ওজন ৭ টন বাদে চালের আনুমানিক ওজন ২২ টন।

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমান আর নেই। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। লতিফুর রহমান প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক ফুড চেইন পিৎজা হাট ও কেএফসি, পেপসি এবং ফিলিপসের বাংলাদেশে ফ্রাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন তিনি। তিনি ২০১২ সালে মর্যদাপূর্ণ বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, লতিফুর রহমানের মরদেহ আজ ঢাকায় আনা হবে। গুলশানের আজাদ মসজিদে বাদ এশা তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর রাতেই বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

লতিফুর রহমানের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ঢাকায় থাকতেন গেন্ডারিয়ায়। মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা

বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক